১০ ডিসেম্বর ২০১৬

বাংলাদেশ: মানবাধিকার কর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ কর!

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে অধিকার এর বিবৃতি

আজ ১০ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের এই দিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করার পর থেকে প্রতিবছর এই দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। এই বছর জাতিসংঘের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো 'মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে জাতিসংঘের আহবান'। বিশ্ব যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন শংকিত এবং ভীতসন্তস্ত্র। মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি অসম্মান বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বিস্তার হতে চলেছে। যুদ্ধ, আগ্রাসন, নিপীড়ন ও চরমপন্থার কারণে মানুষ ভয়ংকর সহিংসতার শিকার হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের নামে দেশে দেশে মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নিপীড়ন হয়ে উঠেছে ব্যাপক। এমন একটি সময় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হচ্ছে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠির ভোট ছাড়াই একতরফাভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট পুনরায় ক্ষমতাগ্রহণ করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে বর্তমান সরকার অত্যন্ত নিপীড়নমূলক সরকারে পরিণত হয়েছে যেখানে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও আইনের শাসন প্রায় কেড়ে নেয়া হয়েছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাসহ ধর্মীয় ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত আছে।

বর্তমান সরকার দেশের এই রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য কোন উদ্যোগ না নিয়ে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা ও গ্রেফতার চালাচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসহ ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। এছাড়া নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিয়ে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে সরকার। অপরদিকে সরকার সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তারা নারীর প্রতি সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও আধিপত্য বিস্তারসহ মারণাস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। অপরাধীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার কারণে এই

ঘটনাগুলোর বেশীর ভাগেরই কোন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হচ্ছে না এবং অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপরও দুর্বৃত্তরা হামলা করছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়ের এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। ফলে মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলো ব্যাপকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় জনগণ তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সরকার সামাজিক যোগাযোগের সব মাধ্যমগুলোকেই মনিটরিংয়ের মধ্যে রেখেছে। নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বলবৎ থাকার কারণে মানুষ মতপ্রকাশ করতে পারছে না এবং আইনটি মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করে সরকার জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং অনলাইন পত্রিকাগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশনাসহ দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান সম্প্রচার এখনও বন্ধ রয়েছে। বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংসদ সদস্যদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার সংগঠনসহ বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬' পাশ করা হয়েছে। এই আইন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে অতি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করার এবং বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সংগঠিত হবার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

অধিকার মনে করে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাতে বাংলাদেশের জনগণকে সংগঠিত হওয়া এবং সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। জনগণকে তাঁদের ভোটের অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্য সংগঠিত হতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানবাধিকার রক্ষাকর্মীকে ভিকটিম পরিবারগুলোসহ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংহতি প্রকাশে,
অধিকার টিম
www.odhikar.org